মার্চ, ২০১৯

জার্মান প্রবাসে

এক টুকরো বাংলাদেশ

কীর্তিমতী সাহসিকা

আমাদের কথা

অনাদিকাল হতে আজকের পৃথিবী পর্যন্ত পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সভ্যতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে আসছে। তবে চিরকালই নারী পুরুষের সম্পর্ক মহিমান্বিত থাকেনি। কদাচিৎ তা কদর্যরূপ ধারণ করেছে। এখনো নারীরা সমাজে নানারূপে নির্যাতিত। এই নির্যাতন আর নিষ্পেষণের মূল অনুঘটক ধর্ম। এই ধর্মের নাম নিয়ে পৃথিবীতে যত নারীর প্রতি জুলুম করা হয়েছে তার তুলনা নেই। সভ্য জগতে তাই আলাদা করে নারী দিবস পালন করতে হয়। বাংলাদেশেও এখন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালিত হয়।

এই নারী দিবসকে সামনে রেখে শুধুমাত্র নারীদের লেখা নিয়েই আমরা ম্যাগাজিনটি সাজাতে চেয়েছি। সবার সাড়া দেখে আমরা মুগ্ধ। বিদেশে আসতে হলে একটা বাঙ্গালি মেয়েকে কতটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয় অনেকেই তা লিখেছেন। এরপর পড়ালেখা শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ। এই পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এবারের সংখ্যায় সবার লেখাতেই প্রায় তাঁদের নিজস্ব সংগ্রামের কাহিনি লেখা হলেও, এ যেন প্রতিটি নারীরই সংগ্রামগাথা। লেখার পাশাপাশি ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ সম্মাননায় ভূষিত বারবারা দাশগুপ্তের একটি সাক্ষাৎকার রয়েছে।

পৃথিবীর সকল সংগ্রামী নারীর প্রতি উৎসর্গীকৃত এই ম্যাগাজিনটি আপনাদের ভাল লাগবে এই আমাদের প্রত্যাশা।

ধন্যবাদান্তে
টিম জার্মান প্রবাসে

শনিবার
০৯ মার্চ ২০১৯
২৫ ফাল্গুন ১৪২৫

সূচিপত্র

৪ বাঙ্গালি সংস্কৃতি অনেক বেশি সমৃদ্ধ- বারবারা দাশগুপ্ত

৮ দুটি শিশু ও একটি সন্ধ্যাবেলা- ডঃ রিম সাবরিনা জাহান সরকার

১২ বিতর্কিত নারী- সুলতানা রহমান

১৪ এক শব্দে যায় না বলা- রোমানা বিনতে রমজান রিংকি

১৭ পথে পরবাসেঃ জার্মান যাত্রা- শারজিতা দিশা

২০ চড়াই উতরাই - আমি ও আমরা - তানজিয়া ইসলাম

২৩ আমার পথচলা- আঞ্জুমান আরা বীথি

২৬ ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি- বেনজীর বাশার চৌধুরী

১৮ নোটিশ বোর্ড

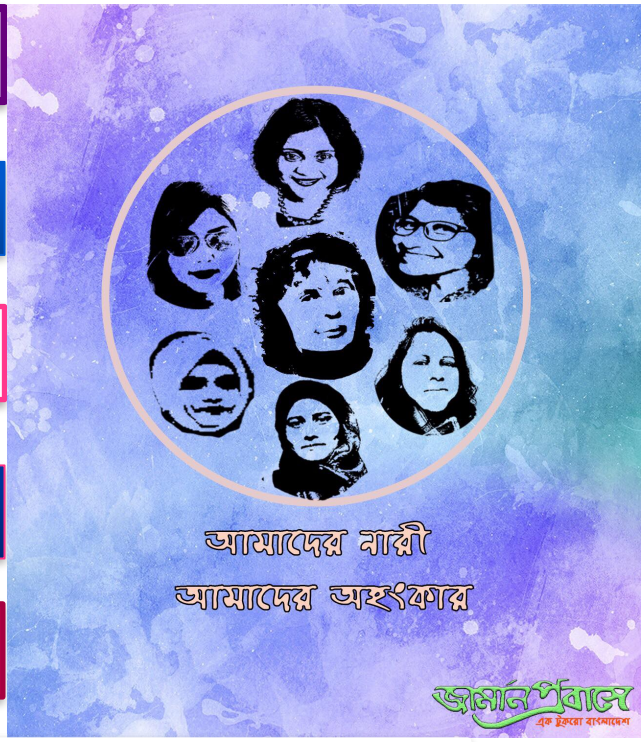

আপনার একটা চাওয়া, একটা মন্তব্য অথবা আপনার কোন অভিজ্ঞতা ভাগ করুন না আমাদের সাথে! চটজলদি লেখা পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়ঃ german.probashe@gmail.com । পাঠকের আনন্দে পূর্ণ হোক আমাদের সার্থকতা।

বাঙ্গালি সংস্কৃতি অনেক বেশি সমৃদ্ধ

বারবারা দাশগুপ্ত, জার্মানি

বারবারা দাশগুপ্ত, বাঙ্গালি অন্তঃপ্রাণ এক জার্মান। ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন সুনীল দাশগুপ্তকে। সেটা ১৯৬৯ এর কথা। তবে এ জুটির পরিচয় হয়েছিল ১৯৬১ বিশ্ববিদ্যালয়ে থিয়েটার দেখার সময়। বারবারা তখন হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতি দর্শন ও সাহিত্য" বিষয়ে পড়ছেন। এরপরে পরিচয়, প্রেম আর প্রণয়। সেই থেকে বাঙ্গালির ভাষা আর সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছেন ষাট বছর অব্দি। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে শুরু করে বেশ ক'টি বই বাংলা থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানিতে থেকেই রেখেছিলেন গৌরবজনক ভূমিকা। যার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের সরকার ২০১২ সালে এই দম্পতিকে 'ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ' সম্মাননায় ভূষিত করে। নারী দিবসের বিশেষ ম্যাগাজিনে থাকল মহীয়সী এই নারীর সাক্ষাৎকার। বারবারার বার্লিনের বাসায় সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জার্মান প্রবাসে ম্যাগাজিনের সম্পাদক জাহিদ কবির হিমন, সাথে ছিল ম্যাগাজিনের গ্রাফিক্স ডিজাইনার নাঈম। (সাক্ষাৎকার চলাকালীন বারবারাকে "তুমি" করে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাভাষায় গুরুজনের প্রতি বিশেষ ভাষা প্রয়োগ এবং শ্রুতিমধুরতা রক্ষার্থে এখানে "আপনি" ব্যবহার করা হল)।

জা প্রঃ কেমন আছেন?

বারবারাঃ এইতো চলে যাচ্ছে দিন। একাকী। বুড়ো মানুষের আবার থাকা। তবে আমি ভালই আছি।

জা প্রঃ সুনীল দার কথা বলুন। কীভাবে পরিচয়, এরপরে প্রেম-প্রণয়?

বারবারাঃ সে তোমাদের জন্মেরও বহু আগের কথা। ১৯৬১ সালে আমি হুমবোল্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম ইন্দোলোজিতে। সেখানেই একটা থিয়েটার দেখার সময় সুনীলের সাথে পরিচয়। ও তখন সিমেন্সে চাকরি করতো পশ্চিম বার্লিনে। আর আমি থাকতাম পূর্ব বার্লিনে। পশ্চিম বার্লিনে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র আর পূর্বে সমাজতন্ত্র। আমাদের সম্পর্ক যখন শুরু হল তখন বন্ধুরা বলত পুঁজিবাদ আর সমাজন্ত্রের প্রেম।

জা প্রঃ সেই থেকে শুরু?

বারবারাঃ হ্যাঁ, কি আর করবো আমাকে তো ছাড়ল না সুনীল। হা হা হা। তবে কাগজপত্রের জটিলতায় আমাদের বিয়ে করতে অনেক দেরী হয়েছে। অবশেষে ১৯৬৯ আমরা বিয়ে করলাম।

দু'বছর পর থেকে এই বাসাতেই আমরা সংসার শুরু করলাম। এ বাসায় আমাদের সংসারের বয়স ঠিক বাংলাদেশের বয়সের সমান।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

জা প্রঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনারা বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সেসব শুনতে চাই।

বারবারাঃ সুনীল কিন্তু কমিউনিজমে বিশ্বাস করতো। বঙ্গবন্ধুও সমাজতন্ত্রের কথাই বলতেন। যদিও সুনীলকে দেশভাগের সময় ঝালকাঠি থেকে কোলকাতায় চলে যেতে হয়েছিল, কিন্তু জীবনের শুরুতে প্রায় আঠারো বছর তো ঝালকাঠিতেই কেটেছে তাঁর এবং কোলকাতায় যাবার মাত্র ১২ বছরের মাথায় সে জার্মানিতে চলে আসে।

একারণে সবসময়ই সে বাংলাদেশকেই নিজের দেশ মনে করতো। একাত্তুরে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন আমরা চিন্তা করলাম কিভাবে এক কোটি বাংলাদেশিকে সাহায় করা যায় যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা তখন নাটক করতাম, কনসার্ট করতাম, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খাবার বিক্রি করলাম। এরপর সব টাকা আমরা ইন্দিরা গান্ধীর ফান্ডে পাঠিয়ে দিতাম যে ফান্ড হতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের সহায়তা করা হত। যুদ্ধের পর পঁয়ত্রিশ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জার্মানিতে আসে চিকিৎসার জন্য। আমরা তাঁদের জন্য আলুভর্তা আর ডাল রান্না করে বালতি ভরে নিয়ে যেতাম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভাত রান্না করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এদের মাঝে একজন মারা যায় চিকিৎসা চলাকালীন।

জা প্রঃ বাংলাদেশের সরকার থেকে বিদেশী হিসেবে "ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ" সম্মাননা পেয়েছেন আপনারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই। কিন্তু যে ক্রেস্ট দেওয়া হয়েছে তাতে বারো আনাই নকল সোনা। এতে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে ছোট হয়েছে। একথা উঠলেই আমরা লজ্জা পাই।

বারবারাঃ আমরা তো সম্মাননা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াইনি। এই ক্রেস্ট একটি প্রতীক মাত্র, কিন্তু যে সম্মান আর ভালবাসা আমরা পেয়েছি এটাই আসল কথা। সেটা নিশ্চয়ই কিছু স্বর্ণ দিয়ে পরিমেয় নয়। আর পুরো বাংলাদেশের মানুষও এর জন্য দায়ী নয়।

জা প্রঃ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশের মধ্যে কি কি পার্থক্য ধরা পড়ে আপনার চোখে?

বারবারাঃ বহু মন্দ সত্বেও আমার মতে বাংলাদেশ খুবই ভাল করছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়াতে সর্বোচ্চ অবস্থানে, শিক্ষা স্বাস্থ্য পুষ্টি আর শিশুমৃতুহারে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

জা প্রঃ আর মুক্তিযুদ্ধের চারনীতি?

বারবারাঃ এটা খুবই দুঃখজনক যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আর্মিরা এসে শুধুমাত্র মানুষের অনুভূতিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা পোক্ত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। পৃথিবীতে একটা উদাহরণও নেই যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা ছাড়া সেই দেশ এগিয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন মহান নেতা, তিনি এটি ভাল করেই জানতেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাঁকে হত্যার পর বাংলাদেশ সাময়িকভাবে ভুল পথে হেঁটেছিল। কিন্তু অন্ধকার চিরদিন থাকে না, আমি আশাবাদী যে বাংলাদেশের মানুষ কখনো গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা হতে দূরে সরে যাবে না।

জা প্রঃ আপনি তো বেশ কটি বই বাংলা থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এটির আগ্রহ কীভাবে পেলেন?

বারবারাঃ ভার্সিটিতে পড়ার সময়ই আমি হিন্দি তামিল ও বাংলা পড়তে পারতাম। এর মাঝে আমার বাংলাটাকে কেন জানি একটু বেশিই ভাল লেগে যায়। হয়ত ভবিষ্যতে বাঙ্গালির সাথে সংসার করতে হবে এই জন্যে বিধিলিপিতে বাংলাটাই লেখা ছিল (হাসি)। আমি মূলত চেয়েছিলাম কোন প্রকাশনা সংস্থায় অনুবাদক হিসেবে কাজ করবো। সে আর হয়ে উঠলো না। তবে সারাটা জীবনই আমি এটা সেটা অনেক কিছু করেছি। তবে অনুবাদটাকেই ভালবেসেছি অধিক। যেহেতু আমি ভাল বাংলা পারতাম, আর সুনীলেরও আগ্রহ ছিল তাই ভাবলাম কিছু বই অনুবাদ করে দেখি। এছাড়া প্রাচ্যের সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে পশ্চিমের একটা দূরত্ব আছে, সেটি ঘোচানোর একটা দায় অনুভব করতাম। সে চিন্তা থেকেই নজরুলের কবিতা "আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই" (Angelehnt an den Himmel) অনুবাদ করলাম।

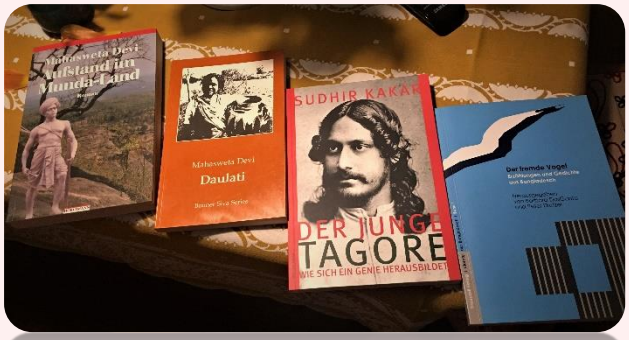

রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের কাহিনি নিয়ে লেখা একটি বই অনুবাদ করেছি, সর্বশেষ করলাম বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী।

জা প্রঃ বাংলা সাহিত্যে আপনার প্রিয় লেখক কে? সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে কার লেখা বেশি পড়া হয়?

বারবারাঃ হাসান আজিজুল হকের লেখার গুণমুগ্ধ ভক্ত আমি। তাঁর সাথে আমার জার্মানিতে দেখাও হয়েছে।

জা প্রঃ সামনে কি কি কাজ করার পরিকল্পনা আছে আপনার?

বারবারাঃ আমি খেয়াল করে দেখেছি অনেক বাঙ্গালি নারী লেখিকাদের লেখাও অনেক ভাল হয় হয়। বেছে বেছে আমি কয়েকজনের লেখা অনুবাদ করবো সামনে।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

জা প্রঃ জীবনের এতটা বছর এই বাড়িতে আপনার কেটেছে সুনীলদার সাথে। চার বছর ধরে একা। মিস করেন না সুনীলদাকে?

বারবারাঃ কি বল মিস করবো না! আমি তো ওকে অহর্নিশ ধারণ করেই বাঁচি। ওকেই আমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা করেছি।

জা প্রঃ এখন জীবন কীভাবে কাটে?

বারবারাঃ এখন তো বয়স হয়ে গেছে, আমার হাত পা খুব কাঁপে। কিন্তু তবু মন চাইলেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আমার দুই ছেলে অসীম আর জুনিয়ান আসে সপ্তাহান্তে। ওদের রান্না করে খাওয়াই। আর বুড়িদের একটা গানের দল আছে আমাদের, সেখানে গান করি আমরা। হা হা হা।

জা প্রঃ জার্মান প্রবাসের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

বারবারাঃ আমি তোমাদের ইতোপূর্বে ম্যাগাজিনের দুটি নারী সংখ্যা দেখলাম। প্রথমটায় কিছু পড়েছি, কিছুটায় চোখ বুলিয়েছি। ভালই লাগল বিশেষ করে তোমাদের ম্যাগাজিনের গ্রাফিক্স ডিজাইন আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে। তোমাদের সবার জন্য আমার শুভেচ্ছা।

জা প্রঃ আপনাকে সময় দেয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।

বারবারাঃ তোমাদেরও ধন্যবাদ। এবার আলাপ রেখে চলো খেতে যাই। খাবার বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে আসলো।

(বারবারার হাতের মজাদার বাংলা খাবার)

সম্মানিত পাঠকদের জন্য আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুলের "আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই" কবিতার বাংলা ও বারবারার অনুবাদের ক'টি পঙক্তি এখানে তুলে দেওয়া হলঃ

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই।
ওই পাহাড়ের ঝর্না আমি, ঘরে নাহি রই গো
উধাও হ'য়ে বই।।

Angelehnt an den Himmel

Angelehnt an den Himmel schlaeft der Berg.
Schlaflos ich an seinem Hang der Wasserfall,
nirgends bleib ich- weiter, immer weiter treibt
mich....

Email: **Contact.German.Probashe@gmail.com**
Facebook Group : **https://www.facebook.com/groups/BSAAG/**
Facebook page : **https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official**
Website : **https://www.germanprobashe.com**

দু'টি শিশু ও একটি সন্ধ্যাবেলা

দুইটা বাসন-কোসন একসাথে রাখলেই তারা ছোট ছোট থালা-বাটি বাচ্চা দিচ্ছে। খরগোশের বংশবিস্তার কোন ছাড়! বেসিনে টাল দেয়া ঘটিবাটির দিকে অসহায় তাকিয়ে আছি। চমকে দিয়ে কানের একেবারে পাশ ঘেঁষে শিস কেটে বেরিয়ে গেল গুলিটা। তারপর আবারো নির্বিকার খুন্তির ডগায় চুলার বেগুনগুলো উল্টে দিতে থাকলাম। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জানিয়ে দিল, ঝানু স্নাইপার কাছেপিঠেই আছে। তার প্রমান দিতেই বোধহয় সে আড়াল থেকে বুকে হেঁটে প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে অব্যর্থ ঘ্যাকাৎ কামড় বসিয়ে দিল পায়ে। 'আল্লাহ রে...' মাতম তুলে বেগুনের কড়াই কোনমতে ঢাকনিচাপা মেরে গোঁড়ালি ডলে দেখি সেখানে তিন-চারটা দাঁতের গভীর দাগ। কালপ্রিট ততক্ষনে তেমনি নিঃসাড়ে দ্রুত পালিয়ে গেছে। আবার গেরিলা অ্যাটাক হতে পারে, এই আশঙ্কায় শাসাতে গেলাম তাদের।

তাদের মানে টু-ম্যান আর্মি। ধরা যাক, তাদের নাম নুরু মিয়া আর তুরু মিয়া। তুরু মিয়া আমার ছানা। বয়স সাড়ে তিন।

আর নুরু মিয়া দুইয়ের কিছু বেশি হবে। তাকে ঘন্টাখানেকের জন্যে জমা দিয়ে বাবা-মা একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছে। কিন্তু যার জিম্মায় রেখে যাওয়া, সে মা হিসেবে খুব নির্বিকার, নির্লিপ্ত। ছেলে পাথর গিলে না ফেললে কি আরেক ছেলের মাথা ফাটিয়ে না দিলে, নিরাপদ দূরত্বে বসে ঝিমাতে থাকে।

আজকেও আমি ঝিমাতাম। কিন্তু ছানা দুটোকে রাতের খাবার খাওয়াতে হবে। তাই অফিস ফেরত পোশাক নিয়েই খিচুড়ি চাপানো, বেগুনভাজির আয়োজন আর চিংড়ি-টমেটোর ঝালহীন শিশুতোষ মিষ্টি তরকারির যোগান দেয়ার তাড়া।

দুই যোদ্ধা কৌরব বনাম পান্ডব সেজে বাক্সবন্দী যত খেলনা আছে সেগুলো দিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছিল এতক্ষন। তারপর যথারীতি ঘরটাকে লন্ডভন্ড কুরুক্ষেত্র বানিয়ে তোলার পর ঠুশ্ করে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। সম্মুখ যুদ্ধ আর ভাল লাগছে না। উত্তেজনা কম। তাই মিনিট দুই দম নেবার পর তাদের বুদ্ধি-গিজগিজ মাথা থেকে বের হল আরেক নতুন ফন্দী। এবার হবে কমান্ডো-কমান্ডো খেলা। একজন প্লাস্টিকের একটা হাতুড়ি হাতে নিল।

রান্নাঘরের আড়াল থেকে হাতুড়িটা উল্টে ধরে এ.কে. ফর্টি সেভেনের মত বাগিয়ে আমার দিকে তাক করে গুলি ছুড়তে লাগলো, 'ফিউ ফিউ, টিশ্কাও টিশ্কাও...'। আমিও ম্যাট্রিক্স সিনেমার কিয়ানু রিভসের মত স্লো মোশনে বেঁকে গিয়ে কিংবা যাদুমন্তরের বলে হাত দিয়ে বুলেট থামিয়ে তাদের বিনোদন যুগিয়ে গেলাম রান্নার ফাঁক ফোঁকরে। কিন্তু ঘ্যাকাৎ কামড়টা খাবার পর মনে হল বাঁদরের দল লাই পেয়ে হুপহাপ ডাক ছেড়ে একেবারে মাথায় উঠে যাচ্ছে। নামিয়ে আনা দরকার।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

কিন্তু বিরক্তিটা দুই ভুরুর মাঝখানে আটকে একটা জোড়া ভুরু বানিয়ে তাদের খোঁজে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি নুরু মিয়া আর তুরু মিয়া মুখে নির্মল হাসি ফুটিয়ে চোখে রাজ্যের মায়া নিয়ে নিষ্পাপ তাকিয়ে আছে। নুরু মিয়ার আবার ফোকলা দাঁত গলে স্বচ্ছ লালার স্রোত গড়িয়ে পড়ছে কার্পেটের মেঝেতে। তাদের রণকৌশলের দুর্ভেদ্য ডিফেন্স মেকানিজমের কাছে হেরে গিয়ে আমার রাগ উবে গেল। শাসানোর বদলে নরম স্বরে অনুনয় জানালাম যেন আমার রান্নার সময়টুকুতে একটা যুদ্ধ বিরতি দেয়া হয়। শান্তি প্রস্তাব কতটুকু পাত্তা পেল বোঝা গেল না।

কারন তারা নিজেদের ভেতর রহস্যময় চাহনি ছোড়ায় ব্যস্ত। নীরবতা সম্মতির লক্ষন ধরে নিয়ে

চল্টা ওঠা বহু ব্যবহৃত ডিস্কো পাতিলের কিনারায় ফিরে এলাম। টমেটোর ভেলায় ভাসমান চিংড়িগুলো কমলা বুদবুদ ফুটিয়ে জানান দিলো যে তারা ভাতের সাথে ঝোল হবার জন্যে তৈরি।

থালা সাজিয়ে ডাকতে গেলাম নবাবপুত্রদের। ভাতের নাম শুনেই তাদের বেগড়বাঁই উঠে গেল। ধরতে গেলেই সর্ষের তেল মাখা সিঁধেল চোরের মত পিছলে যাচ্ছে এক একজন। কোমরে হাত দিয়ে প্রমাদ গুনলাম খানিকক্ষন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পসের মিছিলের ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুনতে শুনতে বড় হওয়া আমি আর ধৈর্যের ধার না ধেরে তেমনি এক ডাইরেক্ট এ্যাকশনে নেমে পড়লাম। একজনকে কাঁধে ফেলে, আরেকটাকে বগলে চেপে সোজা বসিয়ে দিলাম খাবার টেবিলে।

মুশকিল হল, দুই মিয়া ভাইয়ের আবার পিএইচডি ডিগ্রী আছে। তাদের থিসিসের বিষয়, 'মা-খালা জ্বালানো'। খেতে বসে তারা তাদের অর্জিত বিদ্যা ফলানো শুরু করল।

ইচিং-বিচিং ছড়া আর ছবির বই এসবে তারা নরম হচ্ছে না। তাদের কার্টুন দিতে হবে। নইলে এত ঘাম ঝরিয়ে রাঁধা বেগুন আর চিংড়ি মাখানো খিচুড়ি মুখে রুচবে না তাদের। দুইজন বাইং মাছের মত মোচড় মারা শুরু করেছে। কিন্তু ঘোড়েল আমিও কম নই। সিদ্ধান্তে অনড়, অটল। এর পেছনে অবশ্য একটা পাতিহাস আকারের ছোট ইতিহাস আছে। কার্টুন দেখিয়ে খাওয়াতে গিয়ে তুরু মিয়ার একবার এমন আসক্তি ধরে গেলো যে মাঝরাতে উঠে বসে হুঙ্কার ছাড়ত, 'আমি বেবি শার্ক দেখব', বেবি শার্ক কই',...ইত্যাদি। বহু কষ্টে সেবার তার কার্টুনাসক্তি নিরাময় করা গিয়েছিল। কিন্তু তখন থেকে আমি মহা খাপ্পা। ঠিক করে রেখেছি, বেবি শার্ক নামের এই মহাজাগতিক গানের সুরস্রষ্টাকে পেলে তাকে তিমি মাছের মত গিলে হজম করে ফেলব। সে তো আর ইউনুস নবী না যে তাকে ফেরত দেবার মামলা আছে!

মিনিট পাঁচেক খাবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করে ব্যর্থ হয়ে আত্মসম্মান চুলায় দিয়ে নিজেই মাথা দুলিয়ে গান ধরে কার্টুন বনে গেলাম। ডক্টর নুরু আর ডক্টর তুরু তাতে কিছুটা প্রসন্ন হল বলে মনে হয়। ফিক্ হাসিটা তো তাই বলে।

তারপর বেতাল গানে আর উড়াধুড়া নাচে ঘর মাতিয়ে খেয়ে নিলাম তিন জনে মিলেঝুলে।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

দুজনকে তো দুই হাতে সমান্তরালে খাওয়ালাম। কিন্তু নিজের গ্রাসের জন্যে আরেকটা হাত কোত্থেকে যোগাড় হয়েছিল ঠিক জানি না। ইশ্বর বোধহয় মায়েদের অবস্থা বুঝে তৃতীয় হাত, তৃতীয় নয়ন কি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। নইলে অসম্ভবকে সম্ভব করা তো অনন্ত জলিল নামের এক বিখ্যাত ঢাকাই নায়কের একচেটিয়া ব্যবসা বলেই জানি।

খাদ্যপর্ব সেরে মুখ মুছিয়ে দুইজনকে ফল খাওয়াচ্ছি। খানাপিনার পর মিষ্টি খাওয়া সুন্নতী সওয়াব থেকে তাদের বঞ্চিত করি কিভাবে। নিজেও টপাটপ গালে পুরছি কমলালেবুর টুকরোগুলো। তুরু মিয়া তিনটা কমলার কোয়া একবারে মুখে দিয়ে হাপিশ করে দিল। দেখাদেখি নুরু মিয়াও একটা কোয়া তুলে না চিবিয়ে কোৎ করে গিলে ফেলতে চাইল। কিন্তু ফল হল ভয়ংকর! এক কোয়া কমলা দশ কামড়ে খেতে অভ্যস্ত নুরু মিয়ার পাকস্থলী বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। গিলে ফেলা আধা চিবানো কমলা সে ভক্ করে উগড়ে দিল। তার জামা আর টেবিলের একাংশ ভিজে পুরাই বেড়াছেড়া।

দৃশ্যটা দেখে আরেকজন আবেগে উদ্বাহু হাততালি দেয়া শুরু করল। দেখেশুনে অধিক শোকে আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল ইদানীংয়ের বহুল প্রচলিত বাংলা সংলাপের অপভ্রংশ, 'কেউ আমারে মাইরালা..!'

যাহোক, দ্রুত হাতে সব সামাল দিয়ে তুরু-নুরু মিয়াকে মুছে-টুছে আবার ঝাঁ চকচকে বানিয়ে খেলতে পাঠিয়ে দিলাম। তারা তাদের ফেলে আসা কুরুক্ষেত্রে ফেরত গেল। কিন্তু নিজেদের ছড়ানো-

ছিটানো খেলনাগুলো এখন তাদের জন্যে ল্যান্ড মাইনের কাজ করছে। দৌড়াতে গিয়ে ধড়াম করছে পড়ছে এক একজন। কি না কিসে লেগে আবার মাথা ফেটে সত্যিকারের যুদ্ধক্ষেত্রের মত আহত হবার অঘটন ঘটে, সেই ভয়ে চোখা আর কোনাওয়ালা খেলনাগুলো সরিয়ে ফেললাম। মুখে পুরে ফেলা যায় যেগুলো, সেগুলোকেও লুকালাম। নইলে এরা সোনা পাচারকারীর মত টপ্ করে কি না কি গিলে বসে থাকবে। চোখ তো আর ইলেক্ট্রিক স্ক্যানার নয়। জানতেও পারবো না যে ক'টা খেলনা গাড়ির চাকার চালান পরেছে পেটে। আর এই অভিযান চালাতে গিয়ে পায়ের তলে পড়ল প্লাস্টিকের ছোট্ট জলদস্যু।

খালি পায়ের নিচে তাই লাগলো করাতের ফলার মত। আর হাতিকে বেকায়দায় দেখলে ইঁদুরও হাসে। জলদস্যুর আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে গেছি দেখে দুই ভাই তাদের ভরপেট দুলিয়ে হাসতে লাগল। শিশুদের সামনে প্যাঁচামুখো হয়ে থাকতে নেই। তাই জলদস্যুটাকে উড়িয়ে একদিকে ছুড়ে ফেলে বাঁকাচোরা হাসি টেনে যোগ দিলাম তাদের সাথে।

হাসির মাঝপথে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে সদর দরজা খুলে খুব পরিচিত কিন্তু ক্লান্ত ভঙ্গিতে তীব্র ফর্সা এক যুবক ঢুকলো। তার

ফর্সা রঙ ত্বক ছাড়িয়ে লালচে-বাদামী চুলেও হানা দিয়েছে। হতচকিত হয়ে গেলাম এক মুহূর্তের জন্যে।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

কিন্তু এই লোক ঘরে ঢুকেছে কেন? বাবাআআ... বলে চিৎকার তুলে তুরু মিয়া তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ধুর্, ছেলে বাপকেই চিন্তা পারছি না। কি সর্বনেশে কথা! মাঝে মাঝে যে এরকম হয়, একথা ভুলেও কাউকে বলা যাবে না।

একটু পরেই নুরু মিয়ার বাবা-মা চলে আসলো। তাদের পেয়েছে রাজ্যের খিদা। ভাত লাগালাম তড়িঘড়ি করে। ধোঁয়া ওঠা খাবার আর সাথে কাঁচামরিচ-লেবুর সতেজ সুঘ্রানে চারিদিক ম ম করছে।

ক্ষুধার্ত মানুষগুলো গল্প করতে করতে তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছে। ক্লান্তিকর দিন শেষের বাড়তি শ্রমটুকু তাহলে সার্থক। সব ক'জন বাবা-মাকে পেয়ে ছানাগুলি হইহই করে বিরাট হল্লাহাটি জুড়ে দিয়েছে। মধ্যবিত্ত বৈঠকখানায় টিমিটিমে হলুদ বাতির হাত ধরে নেমে আসা সাদামাটা এই সন্ধ্যাটা দুই রাজপুত্রের খিলখিল হাসির বন্যায় আস্তে আস্তে হয়ে উঠল আলোকিত এক নীহারিকা।

-ডঃ রিম সাবরিনা জাহান সরকার
গবেষকঃ ইন্সটিটিউট অব প্যাথোলজি,
স্কুল অব মেডিসিন,
টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি মিউনিখ, জার্মানি
২৫.০২.২০১৯

লেখিকার লিখা পড়তে নিচের লিংক ফলো করুন

সামহোয়্যার ইন ব্লগ

https://www.somewhereinblog.net/blog/rimsabrina

1. A silent prayer
   https://www.somewhereinblog.net/blog/rimsabrina/30271728
2. মিউনিখের চিংড়ী স্যুপ
   https://www.somewhereinblog.net/blog/rimsabrina/30270425
3. The await
   https://www.somewhereinblog.net/blog/rimsabrina/30266427

প্রথম আলোঃ

1. সোনারঙা ক্রিট আর নীলমুকুট শ্বেতপায়রা সান্তরিনি
   http://www.prothomalo.com/durporobash/article/1523306
2. বন্দী খেয়াল
   http://www.prothomalo.com/durporobash/article/1521581
3. আদিম
   http://www.prothomalo.com/durporobash/article/1509871
4. টি টি...
   http://www.prothomalo.com/durporobash/article/1506476

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

বিতর্কিত নারী

বিতর্কিত হতে বা করতে কোন সময়ই ভালো লাগে না। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যদি কেউ এই লেখায় আঘাত পান। ৮-ই মার্চ নারী দিবস। তাই সেই সমস্ত নারীদের উদ্দেশ্যে লেখা যারা নারীর অধিকার বা নারীর স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন নারী বা নারীদেরকে সম্মান দিতে পারেন না। ধরুন, একজন নারী হয়ে আর একজন নারীর নাচের একটা ভিডিও ভাইরাল করে দিলেন। এরপর সেই নারীকে সামাজিক মাধ্যমে সবাই খুব অরুচিকর মন্তব্য করলেন। ব্যাপারটা কি এমন হলো না যে, ধর্ষণের জন্য নারীর পোশাক-ই দায়ী? তাহলে আমাদের সমস্যাটা কোথায়? চোখে, নাকি বিকৃত মানসিকতায় ?

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একজন নারী শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করেছেন -এটাতে কি বোঝাচ্ছে? কোথাও কি লেখা আছে যে শহীদ মিনারের সামনে হিন্দি গান দিয়ে নাচা যাবে না? আমরা তো এটাকে ভালোভাবেও নিতে পারি বা চিন্তা করতে পারি। তিন ঘন্টার একটা অনুষ্টানকে তিন মিনিটের একটা নাচ দিয়ে কি বিশ্লেষণ করা যায় ? এখন আসা যাক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কে নিয়ে। মানুষের জীবনের পরম শ্রদ্ধা ও প্রিয় দুটো বিষয়ঃ এক. মা আর দুই. মাতৃভাষা। শিশুর জীবনে প্রথম যে বুলি শেখা সেটাই তার মাতৃভাষা।

এই পৃথিবীতে প্রতি বছরই কিছু না কিছু ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে কারণ সেই সমস্ত ভাষার সঠিক ব্যাবহার ও চর্চার অভাবে। আর এই কারণেই ইউনেস্কো (UNESCO) ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারী কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয় যাতে কোনো ভাষা বিলুপ্ত না হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালনের উদ্দেশ্য হলো দেশে বা প্রবাসে থেকেও যেন তার মাতৃভাষা বিশ্ব থেকে পরিসমাপ্তি না ঘটে।অনুষ্টানটি ছিল ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ২০১৯। আমরা যদি না বুঝি 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে' কি তাহলে মন্তব্য করার কি কোনো দরকার আছে? ব্যাপারটা কি এমন হলো না যে চিলে কান নিয়ে গেছে, অথচ কেউ কানে হাত দিয়ে দেখলো না যে তার কান আছে কি নেই?

আপনারা যারা দেশ প্রেম দেখিয়েছেন আপনারা কি পেরেছেন আপনাদের সন্তানদেরকে সঠিকভাবে বাংলা শেখাতে? আপনার পরিবার-পরিজনরা কি নিজের সংস্কৃতিকে সঠিক ভাবে ধরে রাখতে পেরেছেন? আপনারা কি পশ্চিমা পোশাক-পরিচ্ছেদ কে বরন করে নেন নি? অন্যকে বিতর্কিত করতে যেয়ে নিজেই কি বিতর্কিত হননি? পরিশেষে এটাই বলতে চাই যিনি নেচেছেন তিনি জার্মানিতে একজন বিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত রয়েছেন এবং তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

সুতরাং উনি ভালো করেই জানেন উনার দেশ ও সংস্কৃতিকে কি ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

এই নারী দিবস উপলক্ষে আমাদের শুধু এতটুকুই কাম্য যে নারীদের সম্মান করতে শিখুন।

সব শেষে বলতে চাই, শুধু নারীর স্বাধীনতা বা নারী আন্দোলন বলে চিৎকার করলেই হবে না। প্রকৃত সম্মান আসবে মন থেকে।

সুলতানা রহমান
পেশায় ব্যবসায়ী
ড্রেসডেন, জার্মানি

এক শব্দে যায় না বলা .....

১.

বয়োজেষ্ঠ্যদের ভাষ্য মতে, কোন এক পহেলা বৈশাখের দিন তার জন্ম। সময়টা ছিল ঈদের মৌসুমের এগারোতম দিন। পরিবারে চতুর্থ সন্তান কিন্তু তৃতীয় কন্যা। তার মা মেয়ে সন্তান দেখে কিছুটা চিন্তিত হলেও বাবা খুশি হয়ে বুকে টেনে নিয়ে ছিলেন। মেয়ের জন্মের কিছুদিন আগে তার (বাবার) শিক্ষকতা পেশার বেতন ১৯ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ছিল। বাবার শিক্ষকতা পেশার কারণে খুব ভোরে বিদ্যালয়ে যেতে হতো। ছোট্ট সেই মেয়েটি গুটিগুটি পায়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেত বাবার সাথে। পরে মায়ের কোলেই ফিরে আসতো। যখন তার বয়স চার, তখন সে তাঁর বাবার সাথে নিয়মিত স্কুলে যায়। ১৯৭১ এর যুদ্ধপরবর্তী দেশে সবাইকে বঙ্গবন্ধু সরকার এক শ্রেণি উত্তীর্ণ করার ঘোষণা দেয়ায় সে মাত্র পাঁচ-ছয় বছর বয়সেই দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৭৩ সালে বাবার বেতন মাত্র ৭৩ টাকা। পরিবারের বড় মেয়ে (বড় বোন) কলেজে পড়াতে হলে বড় শহরে যেতে হবে। সব মিলিয়ে খরচ মোট ৭৩ টাকা।পরের বছর মেয়েটির আরও এক বোন কলেজে উত্তীর্ণ হয়। পরিবারের খরচের পাশাপাশি মেয়েটির কাজও বেড়ে যায়। কারণ বাড়তি আয়ের একমাত্র উৎস ছিল ক্ষেত খামার। মায়ের সাথে কাজ করা আর পড়াশোনা হয়ে উঠে

মেয়েটির প্রতিদিনের কার্যক্রম।

২.

মেয়েটির বড় ভাই সেসময় অংকে ও বিজ্ঞানে ভাল হওয়ায় বিজ্ঞান বিভাগে পড়েছেন। পরবর্তীতে ডাক্তারি পড়াশোনা করেছেন। মেয়েটি বরাবরই গড়পড়তা ছাত্রী। বড় ভাইয়ের পুরনো বই নিয়েই পড়েছে তাই বিজ্ঞান বিভাগেই পড়তে হয়েছে। কিন্তু বিধিবাম! কলেজে উঠলে বড় বোনদের মত তাকেও শহরের কলেজে ভর্তি করানো হয়। কলেজের হোস্টেলে থেকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা তার জন্য কঠিন ছিল। পরবর্তীতে গ্রামের পাশের কলেজে কিছুকাল পড়াশোনা করে রসায়ন, পদার্থ ও জীববিজ্ঞানের সমস্যাগুলো সমাধান হয়। কিন্তু ডাক্তার হওয়া তার আর হলো না। কারণ সেই মধ্যবিত্ত আর্থিক অবস্থা। তাই অনার্স শেষে দেশের কোন এক প্রলয়ংকারী বন্যার বছর পহেলা জানুয়ারি গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের ছেলের সাথে বিবাহ হয়ে যায়।

৩.

বিবাহ পরবর্তী সুখ-শান্তি, আনন্দ-বেদনা সব মেয়েরই কম বেশি থাকে। শ্বশুর বাড়ির অনেক অসঙ্গতির মধ্যে ছিল এক শিক্ষিত বউ, বাড়ির কোন কাজ করে না। মেয়েটির অনেক কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ তার বাবার বাড়িতে করতে হয়নি কখনো। আর তার শ্বশুর বাড়ির বউয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানবে-এটা ঐতিহ্যে রূপে মানত। মেয়েটি বিয়ের এক-দেড় বছর পর প্রথম চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে যায়। সাথে যায় তার স্বামী। ওহ! বলাই হয়নি, মেয়েটির

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

বর তখন ঢাকায় আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন আর সাথে একটা চাকুরি। মেয়েটি শীতের সেই

সকালে গায়ে একটি মেরুন কালারের কাতান শাল

পড়ে গিয়েছিল ভাইবা বোর্ডে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,"বাবার বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি কোথায়?" উত্তর শুনে তাঁরা বলেছিলেন,"আপনার ব্যবহার আর পোশাকই বলে দিচ্ছে আপনার পরিচয়।"

যেদিন ফলাফল পেল, সেদিন মেয়েটি কোন এক কারণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার কিছুদিন পর জানতে পারল যে সংসারে নতুন অতিথি আসবে। সে এবং তার স্বামী দু'জনেই মেয়ে চাইতো। ঠিক সময়ে মেয়েটির বাবার বাড়িতে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিল। শ্বশুর বাড়ির প্রথম মেয়ে। বাড়ির সবাই খুশি। সবার কোলে কোলে থাকায় নবজাতক শিশুর কথা বলা ও হাঁটা-চলা শিখতে একটু সময় লেগে যায়। সব মিলিয়ে মেয়েটির শ্বশুর বাড়ির দিনকাল খুব আনন্দেই কাটছিল। বিপত্তি ঘটে তখন, যখন সে তার প্রথম সন্তানের প্রথম জন্মদিন পালন করে। প্রচণ্ড অনুশাসনের শ্বশুর বাড়ির বউ একে তো করে চাকুরি আবার সন্তানের জন্মদিন পালন, এ ব্যাপারটা অনেকেই স্বাভাবিকভাবে নেয়নি।

৪.

মেয়েটির সন্তান যেদিন হাঁটতে শিখল সেদিন মাত্র ৩০০ টাকার রুপার নূপুর পরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন কারও কানপড়ায় প্ররোচিত হয়ে মেয়েটির শ্বশুর মেয়েসহ তাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। বাবার বাড়ি থেকে আরেক সংগ্রাম শুরু হয়। স্বামী আসে মাঝে মাঝে কিন্তু বড় বাড়ির ছেলে বলে থাকা সম্ভব হয়না।

পরবর্তী বছর শ্বশুরের শহরে কেনা এক টুকরো জমিতে দেয়া পরিত্যক্ত রেস্টুরেন্ট সাজিয়ে বাসযোগ্য করে নিয়ে বসবাস শুরু হয় মেয়েটির।সাথে শ্বশুর বাড়ির এক দূরের আত্মীয় সহকারী হিসেবে। স্বামীকে চাকুরির সুবাদে অনেক দূরে থাকতে হতো। প্রথম সন্তান জন্মের প্রায় ৫-৭ বছরের মাথায় মেয়েটির পরপর দু'টি ছেলে সন্তান হওয়ায় বাড়তি চাপ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে (কাছাকাছি থেকে) পরিপূর্ণ সহযোগী হিসেবে হাসবেন্ড তার কাছে চাকুরি ছেড়ে চলে এসে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জীবিকা হিসেবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপন করে।

এতক্ষণ আপনারা যে মেয়েটির সংগ্রামী জীবনের সংক্ষেপ বিবরণী পড়ছিলেন, তিনি আমার গর্ভধারিণী "মা"। আমার মায়ের মতো হাজারো মায়ের জীবণ গাঁথা একই ধারায় সাজানো। কিন্তু যা সবসময়ই রয়ে যায় অগোচরে।

অসমাপ্ত অধ্যায়

একজন নারীর নির্দিষ্ট কোন পরিচয় নেই। জীবণের শুরুতে তিনি একজন কন্যা শিশু, তারপর কারো মেয়ে, সাথে সাথে কারও বা বোন। একটু বড় হলে সে বালিকা, তারপর সে হয়ে যায় কিশোরী। যৌবনে নারী হয়ে যায় কারো স্ত্রী, কারো ছেলের বউ। সন্তান জন্ম দিয়ে একজন নারী হয়ে যায় একজন 'মা'। মা হওয়াটা নারী সত্তার বহিপ্রকাশ। এরপর কোন এক সময় নারী হয়ে যান কারো শাশুড়ী, এরপর দাদী অথবা নানী। 'মানুষ মরণশীল', তাই একজন নারীকেও আর সবার মত মৃত্যু স্বাদ ভোগ করতে হয়। প্রতিটি নারীর মৃত্যুর মাধ্যমে অবসান ঘটে এক

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

একটি সংগ্রামী আত্ম চেতনার। যা অপ্রকাশিত অতিবাস্তব। জীবণে উত্থান পতন থাকেই। এরই মাঝে যারা টিকে থাকবে তারাই এগিয়ে যাবে। আমার মা তাঁর তিন ছেলে মেয়েকে প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে বড় করেছেন। যুগে যুগে হয়তোবা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনরা বার বার আসবেন না। কিন্তু তাদের মতো মেয়ে বাংলার ঘরে ঘরে আছে। তাঁদের পাশে সবসময় মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবেরের মতো ভাইরা আছেন। কখনো সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের মতো বা পিয়েরে কুরীর মতো সারা জীবণের সঙ্গী পাশে থেকে সামনে চলার প্রেরণা দিয়ে যান। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলেছেন,

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ কর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

সুখে দুঃখে নর-নারীকে একসাথে এগিয়ে যেতে হবে সকল বাঁধাকে অতিক্রম করে। হাসি মুখে প্রস্তুত থাকতে হবে হাতে হাত ধরে। তবেই সকল ভুল-ভ্রান্তিকে পেছনে ফেলে সামনে চলার পথ সুগম হবে।

রোমানা বিনতে রমজান রিংকি
এমএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

পথে-পরবাসে: জার্মান যাত্রা

জার্মানিতে আসার পরে সবার প্রথমে যে অনুভূতিটা মনে হয়েছিল: রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময়ে নারী হবার কারণে যে অস্বস্তিটুকু বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে হয়, সেটি না হওয়া। বাইয় ট্রেনে পথে যেখানেই হোক, নারীপুরুষ নির্বিশেষে চলাফেরা করছে কোন প্রকার হয়রানিসূচক বাক্য, অঙ্গভঙ্গি আর চাহনি ব্যতিত। তখন উপলব্ধি করেছিলাম আসলে আমাদের দেশে কন্যাশিশু হয়ে জন্ম নেবার পর থেকে সে কতটা অস্বস্তি নিয়ে বড় হতে থাকে। বড় হবার প্রতিটি পদক্ষেপে বারবার বুঝিয়ে দেওয়া হয় সে সবার প্রথমে একজন 'মেয়ে'। এমনই এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে বিশেষ করে কন্যাশিশুরা। এই পুরো ব্যাপারটাই তাদের মনে একরকম গেঁথে যায়। তো সেই অস্বস্তিটুকু না হবার কারণে যে স্বস্তিটুকু পেয়েছিলাম বলার মতন নয়।

এবার নিজের আসার পেছনের গল্পটার খানিকটা বলি। দেশে থাকতেই বহুদিনের ইচ্ছে উচ্চতর পড়াশুনো করব। যেহেতু সাহিত্যে পড়াশুনো করেছি, ইউরোপে পড়তে আসার ইচ্ছে কমবেশি ছিল। দেশের পড়াশুনো শেষ করে চাকুরি করেছি। শিক্ষকতা শুরু কারণটাও সেইটাই। তো আমার ইচ্ছেতে সর্বপ্রথম সায় দিলেন আমার মা, যিনি একজন সাধারণ গৃহিনী। আমার ভাইবোনরাও পূর্ণ সমর্থন করলো। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সাধারনত বাধাবিপত্তিটা পরিবার থেকে এসে থাকে। আমর ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম হল। আমার অতিসাধারন মা আমাকে বেশ উৎসাহ যোগালেন। আমি সর্বকনিষ্ঠ সন্তান তাঁর, বাসা ছেড়ে একটা দিনও হোস্টলে থাকা হয় নি, একা কোথাও ঘুরতে যাই নি (এমনকি এক জেলা থেকে অন্য জেলাতেও একা যাই নি), সর্বোপরি নিজে কখনোই রান্না করি নি বাসাতে। পরীক্ষা এলে নিজের হাতে খাওয়া ছেড়ে দিতাম রীতিমতন, তখন মা খাইয়ে দিতেন। এমন একজন মানুষ একা একা বিদেশ বিভূইঁয়ে পড়তে যাবে, অনেকেই ভাবলেন এ অসম্ভব ব্যাপার। আমি পারবোই না। কিন্তু আমার মা আস্থা রাখলেন আমার উপর। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই আমি বাইরে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু করি। ইউরোপের দেশগুলোর মাঝে জার্মানিকে সিলেক্ট করলাম। বছরখানেক কিংবা তারও বেশি সময় ধরে প্রস্তুতি নিতে থাকি, এর মাঝে আমার আশে পাশের অনেক শিক্ষিত শুভাকাঙ্খীরা (!) আমার মঙ্গল কামনা করে অনেক বাক্যব্যায় শুরু করলেন, উপদেশ দিলেন আমার ইচ্ছেটা কতটা অযৌক্তিক, যেহেতু আমি একজন 'মেয়ে', একা পড়াশুনো করতে যাবার কোন মানেই হয় না। আমি হাসিমুখে সবার কথা শুনে নিজের কাজ করে যেতে থাকলাম।

কিছুদিন পর আমার এডমিশন হয়ে যায় বার্লিনের আমার বেশ পছন্দের ইউনিভার্সিটিতে। আমার আসার প্রস্তুতি চলছে। আমার পরিবার, অতি শ্রদ্ধেয়

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

সিনিয়র কয়েকজন শিক্ষক আর অল্প কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি বাদে, আমার কর্মক্ষেত্রের কেউই তেমন ভালোভাবে দেখলেন না। উৎসাহ তো দূরে থাকুক। চাকরী ছেড়ে কিসের পড়ালেখা তাও আবার জার্মানীতে, আমার মতন ঘরকুনো মেয়ের কখনোই বাইরে পড়তে যাওয়া উচিত না, ইত্যাদি ইত্যাদি মনোভাব। তাদের নানারকম বাণীতেও যখন আমি আমার সিদ্ধান্তে অটুট থাকলাম। শিক্ষাছুটির আবেদন করলাম। তখন অনেকে তোড়জোর করে নেমে পরলেন জোর নিরুৎসাহ প্রদানে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আমার আবেদনের ফাইল করণিক-বন্দী হয়ে গেলো।

এদিকে আমার এডমিশনের ডেডলাইন ফুরিয়ে আসছে, ভিসাও হাতে পাই নি। ঠিক সেসময়টাতে আমার ইচ্ছের পরীক্ষা নিতেই যেন হুট করে রিকশা এক্সিডেন্ট হয়। আমার পা মচকে যায় বাজেভাবে। ডাক্তার পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে বলে দিলেন,পাক্কা বেশ কদিন বেডরেস্ট নিতে হবে। আমার ডেডলাইনের দশদিনও নেই। আমার কি আসলেই পড়তে যাওয়া হবে? খারাপ সময়টাতে আমার মা ভীষণ সাহস জোগালেন। হাতে সময় নেই, তাই মচকানো পা নিয়েই জার্মান এ্যাম্বেসি গেলাম। পৌঁছে দেখি আরেক বিপত্তি। সেদিন নাকি ভিসা সেকশন বন্ধ, কি একটা প্রোগ্রাম চলছে। কাঁচঘেরা বাক্সবন্দী খটমটে সিকিউরিটি গার্ড সাফ সাফ আমাকে বিদেয় হতে বলে দিলো। অথচ আসার সময়ে ফোন করে এসেছি আজকে ভিসা নিতে আসবো কি না। আর এখন বলে কিনা দেয়া যাবে না!!

এতদূর থেকে বেহাল অবস্থায় গেলাম, খুব অসহায় আর বিরক্তি হচ্ছিলো। পায়ে ব্যথা নিয়ে হাঁটতে দাঁড়াতে কষ্ট। আস্তে আস্তে বোনের কাঁধে ভর করে ফিরে আসছিলাম, একটু দূরে গাড়ীর কাছে পৌঁছুতেই, দেখি একজন গার্ড, আরেকজন বয়স্ক জার্মান ভদ্রলোক এ্যাম্বসির গেইট থেকে আমাকে থামতে ইশারা করলেন। ভাবলাম আবার কি কাহিনী হল!! কাছে এসে গার্ড জানালো আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এই জার্মান ভদ্রলোক (যিনি এম্বেসির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) আমার ব্যাপারে ওদের জিজ্ঞেস করে আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। আমি তো হতচকিত। তো সেই কর্মকর্তা আমার কাছে এসে বললেন, "আরেহ্, তোমার ভিসার কাগজ পত্র তো তৈরি করাই আছে, আর তুমি এই অসুস্থ অবস্থায় এসে ফিরে যাবে? এসো আমার সাথে" বলেই নিজে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে সোজা এ্যাম্বেসির ভেতরে যেখানে কেবল কর্মকর্তাদের প্রবেশের অনুমতি আছে সেখানটায় নিয়ে গেলেন। আমার বোনকেও আসতে বললেন। আমাকে ওনার অফিস রুমে বসালেন। কয়েকজন বাংলাদেশি কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন, "দেখুন, মেয়েটির কি ভিসার কি ফরমালিটি আছে শেষ করুন। সে তো পায়ে ব্যথা নিয়ে ভিসা নিতে এসেছে। আমি যখন অফিস ঢুকছি তখন খেয়াল করলাম এতক্ষণ সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে!" আমার হাতে ভিসার স্ট্যাম্প আর সিলসহ পাসপোর্ট হাতে দিয়ে এই বয়স্ক ভদ্রলোক অমায়িক হেসে বললেন, "জার্মানিতে স্বাগত ও শুভকামনা তোমার পড়াশুনার এই যাত্রার জন্য।

আর আমি খুবই দুঃখিত তোমাকে ওভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বাইরে।" ততক্ষণে পুরো ঘটনায় আমি অভিভূত বললেও কম হয়ে যায়। আবার আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিলেন। আমি ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত গিলে ফেলেছি আবার যে জিজ্ঞেস করবো সংকোচ লাগছিল। ফেরার সময় কেবল মনে আসছিল কত পরিচিতজনের কাছ থেকে উৎসাহ-সহমর্মিতার ছায়ামাত্র পাই নি, আর এই অপরিচিত মানুষটি কি চমৎকার আচরণটাই না করলেন। ভালো মন্দের আশ্চর্য মিশেল পৃথিবীটা। বিমানে চড়ে যেদিন দেশ ছাড়লাম, আমার মচকানো পায়ে তখনো ব্যান্ডেজ বাঁধা।

আমার বহুদিনের ইচ্ছেটাকে পুরুষতান্ত্রিক বা আমলাতান্ত্রিক ফাইলে বন্দী আমি করি নি। বাঁধা উপেক্ষা করে বাইরের নতুন জগতে নতুন কিছু জানার এবং শেখার জন্য এগিয়ে যেতে চেয়েছি। আবিষ্কার করতে চেয়েছি নিজের স্বাবলম্বী অংশটুকু। বাংলাদেশের নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই কম আত্মবিশ্বাসে ভুগে পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে। আমি বলবো অনেক কিছুই করা এখনো বাকি। অনেক কিছুও হয়ে উঠি নি। তবে এটুকু বুঝেছি সামনের পথ অনেক বড়। আর বড় পরিসরে শেখার আছে অনেক কিছু। মানুষ হিসেবে এই আত্মবিশ্বাস অনেক কূপমুন্ডকতা দূর করে। এই প্রাপ্তিটুকুও অনেক।

শারজিতা দিশা

এম.এ শিক্ষার্থী, ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Freie Universität Berlin, Germany

চড়াই-উতরাই - আমি এবং আমরা

এখনো চিন্তা করলে মনে হয় কালকের কথা, চোখের সামনে ভেসে ওঠে সময়গুলো। ইউরোপে পড়তে আসব কিন্তু কোথায় আসলে খরচ একটু কম হবে এই চিন্তার শেষে জার্মানিতে আসার সিদ্ধান্ত। কত চড়াই উত্তরাই, ভিসার জন্যে কাগজ পত্র ঠিক করা, ব্লক একাউন্ট এর জন্যে ফ্লাট বিক্রি করা...এই লিস্ট বোধ হয় শেষ হবে না। টানা এক সপ্তাহ বাংলাদেশের জার্মান দুতাবাসে ফোন করে শেষ পর্যন্ত ২৫দিন পরে এপয়েন্টমেন্ট পাই। ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন এক জার্মান ভদ্র মহিলা (উনি যে ভদ্র মহিলাই ছিলেন সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। এতদিনে এই দেশীদের ব্যবহার যা পেয়েছি তাতে করে বোঝাই যায় তিনি আমার সাথে অপ্রত্যাশিত মাত্রার ভালো ব্যবহারই করেছিলেন। আমার সাথে কিছুক্ষণ গল্প করে বলেছিলেন শুভকামনা, আশাকরছি তোমার সময় আমার দেশে ভালই কাটবে। এখনকার এতো কাহিনীওয়ালা এবং হাইকোর্ট দেখানো ভিসা অফিসার তখনো জার্মান দুতাবাসে ছিল না। এক সপ্তাহের মাথায় ভিসা পেয়ে টিকেট বুক করে ফেললাম ঝটপট। আসব ভালো কথা স্টুডেন্টটেনভের্ক থেকে বলে ওয়েটিংলিস্ট এ আছ তবে রুম কবে পাবে তা বলা যাচ্ছে না। বিদেশী শিক্ষার্থী আসবে তাদের থাকবার জায়গার কোনো নিঃচয়তা পর্যন্ত দেয়না, এই মরার দেশে যাইতেছি আল্লাহ মালুম কি হবে। । আমি বান্দা সুপার কনফিডেন্ট, ম্যানেজ কৈরাই ফেলুম। এর মাঝে ইন্টারনেট ঘেটে অনেক ভিগিতেও(WG) বা শেয়ার্ড এপার্টমেন্টএও এপলাই করলাম।একজন খালি জানালো এসে তার সাথে মোলাকাত করার জন্যে।থাকতে দিবে কি দিবে না তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। কি আর করা ইউথ হোস্টেল বুক করলাম আমি আর আমার সহপাঠি বন্ধু, ভাবলাম আগেতো যাই তারপরে কিছু একটা খুঁজে পাওয়া যাবে। টিকেটও করলাম একসাথে, যা হবে দেখা যাবে।

দেখতে দেখতে দিন চলে আসলো বাসার সবাই আসলো বিদায় দিতে। চেকইন করলে আর বাসার সবার সাথে বসে থাকা যাবে না এই ভয়ে বসে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ। এতোকাল পরে বুঝতে পারি কেমন বেক্কলের মতন কাজটা করসিলাম, ফ্লাইটটা যে মিস করি নাই এইটাই কপাল। চেক ইন আগে ভাগে করে ফেলতে হয় এবং হাতে যথেষ্ট সময় থাকতে হয় ইমিগ্রীশন পার করবার জন্যে। ফ্লাইট ছিল ওভার বুকড তাই আমার সাথের বান্দা আগে চেকইন করাতে ফার্স্টক্লাস এ সিট পেয়ে আরামসে ট্রিপ দিল আর আমি মোমিন আবুল সেজে সেকেন্ড ক্লাস এ বসে থাকলাম। যাউকগা দুঃখ করি না, ফ্লাইট যে মিস যায় নাই তাতেই খুশি। আসলাম ফ্রাঙ্কফুর্ট এ যদিও কাছের এয়ারপোর্ট ছিল বার্লিনেরটা কিন্তু জানতাম না দেখেই উল্টা প্লানিং করসি। এখন চিন্তা করি বার্লিন থেকে দেড় ঘন্টায় দেসাউতে যেতে পারতাম, তানা এক রাত ফ্রাঙ্কফুর্ট এ এক বন্ধুর মামার বাসায় থেকে পরদিন ট্রেন ধরে

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

পাঁচঘন্টা জার্নি করে মাঝের ট্রেন দেরি করাতে হালে নামের এক শহরে এসে রাতে আটকে গেলাম। সকালের আগে কোনো ট্রেন আর নেই, ট্রেন মিস হয়ে গেছে। ট্রেন স্টেশন এ দুইজন হাতের সাথে লাগেজ পেচায়ে গরম জামা-কাপড় সব পড়ে দিলাম ঘন্টা খানেকের ঘুম। ঘুমের মাঝে মনে হল দুই পুলিশ আসেপাশে ঘুরতেছে। বেটারা ঘুরুক, আমাকে না ডাকা পর্যন্ত উঠব না-এই ভেবে দিলাম ঘুম। ওমা! ঘুম থেকে উঠে দেখি আসলেই দুই পুলিশ দুরে দাড়ায়ে পিটপিট করে তাকায়ে আছে। বান্দারা কাছে আইসা জিগায় এইখানে ঘুমাও কেন? আমি কইলাম, তোমাগো ট্রেন দেরী করে কেন?বান্দায় কি বুঝলো কে জানে. কয় পাসপোর্ট দেখাও। দেখাইলাম দুইজনের পাসপোর্ট, দেখেটেখে আর একজনকে ডেকে নিয়ে আসলো। ওই বান্দা ভাঙ্গাচূড়া ইংরেজিতে কয়, ট্রেন দুইঘন্টা পরে আসবে, তোমরা ঘুমাও। পরে বুঝলাম ঘুমে ছিলাম দেখে ডেকে তোলে নাই, নাহলে এই ভাবে ঘুমানোর আসলে নিয়ম নাই। চেহারার মলিন অবস্থা দেখেই হয়তো দয়া করেছিল। ভুতুড়ে এক হোস্টেলে উঠলাম একদম জঙ্গলের মধ্যে যার চাবি অন্যজায়গা থেকে নিয়ে আসতে হলো। এক কথায় এক সুন্দর পুরানো ছাড়া বাড়ি যেখানে আমরা দুইজন ছাড়া আর কেউ নেই, না আছে ইন্টারনেট না কোনো রান্নার ব্যবস্থা। গেলাম ইউনিভার্সিটিতে যেখানে অফিস এ এনরোল করার পরে সাহায্য করার মতন কেউ নেই আর ইন্টারনেট ও কানেক্ট করার ব্যবস্থা নেই। বাসায় যে জানাবো, তারও কোনো উপায় পেলাম না তিনদিন ধরে।

ব্যাঙ্কের একাউন্ট খুলতে হবে আরো কত কাজ কিভাবে করবো কিছুই বোঝার উপায় নেই।এর মাঝে টের পেলাম এক কাফেতে ১ ইউরো দিয়ে আধঘন্টা ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। বাসায় জানালাম, ব্যাঙ্ক কোথায় টা খুঁজে বের করলাম আর বাসা খোঁজার আপ্রাণ চেষ্ঠা। মেইল করলাম সেই লোককে যে মোলাকাত করতে বলেছিল। বান্দা ঠিকানা না দিয়ে খালি বাসার ফোন নম্বর দিয়ে দিল। একি ঝামেলা! ফোনবুথে গিয়ে কল করলেই ১ ইউরো করে কেটে নিচ্ছে, ফোন না ধরলেও অটো এনসারিং মেশিনে চলে যায় আর আমার টাকা কেটে যায়। আমি যখন জার্মানিতে আসি তখন এক ইউরো সমান একশত দশ টাকা, মনে হচ্ছে কতগুলো টাকা পানিতে ফেললাম কিন্তু বাসার দেখা পেলাম না। এমন করে ৬-৭ বার চেষ্টার পরে তাকে ফোনে পাওয়া গেলো। বলল পরেরদিন আসতে, গেলাম পরেরদিন। এর মাঝে আমার সাথে আসা সহ পাঠিরও কিছু হয়নি ডর্মে আর আমারও না। বাসায় গিয়ে মাঝবয়সী সেই লোকের সাথে কথা হলো, বললাম আমাকে যে রুম দিতে চাও সেখানে আমার বন্ধু কটাদিন থাকতে পারবে কিনা। জায়গা পেলে সে চলে যাবে। বান্দা জিগায় তোমার বয়-ফ্রেন্ড? কইলাম না একসাথে পরি, আমার মতনই বিপদে আছে। বান্দার কোনো দয়া হইলোনা, কইলো শুধু তুমি যদি থাকো আসতে পারো কিন্তু দুইজন থাকতে পারবা না। এখন চিন্তা করলে মনে হয়, মানুষ বিপদে না পড়লে বোঝেনা অন্যের সমস্যাগুলা। এরমাঝে দুইসপ্তাহ কেটে গেছে, হোস্টেলের বুকিং শেষ.....

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

আর সহপাঠী জুটি এর মাঝে রুম পেয়ে যায় যেখানে শেষ রাতটা কাটিয়ে মন খারাপ করে নতুন রুমে উঠি। আমার সহপাঠির তখনও রুম মেলেনি এই খারাপ লাগাটাই থেকে যায়। এভাবেই শুরু হয় আমার জার্মানির জীবন যদিও তার আগের বাধাবিপত্তি ছিল এর থেকে অনেক অনেক বর। দুইজোড়া জিন্স, পাঁচটা টি-শার্ট নিয়ে জার্মানি আসি। অনেক চড়াই উতরাই এবং বাধা পার করেই খুব কম সময়ের নোটিশে চলে আসি পড়াশোনা করার জন্যে। মানুষের গালমন্দ কম শুনিযে তাও না। অনেক বাধার মাঝেও জীবন চলে যাচ্ছে, অনেকের সাহায্য সহযোগিতা করি যারা এখন হাইকোর্ট দেখায়।

অনেকেই বলে কিসের বিসাগ আর কিসের জার্মান প্রবাসে। ছেলেমেয়েরা আসার পরে খুব স্মার্ট হয়ে যায়, আমাদের নিঃস্বার্থ কাজের কোনো মূল্য আর তাদের কাছে থাকে না। তবুও কাজ করে যাই কারন আমি সেই একলা পথিক যার দুই সপ্তাহ রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়তে হয়েছে থাকার জায়গার আশায়। হাতে দশ ইউরো বাকি ছিল কিন্তু দেশ থেকে তখনো টাকা এসে পৌছেনি বলে খালি লবন আর চাল কিনে ভাত খেয়ে দিন কাটিয়েছি প্রায় এক সপ্তাহ, দরকারে আরো দিন কাটাতে হলে এমন করেই কাটাব। আমি সেই মেয়ে মানুষ যাকে আলগা মাতবরসহ অনেক নামেই আপনারা ডাকেন। এই মেয়ের এত দেমাক কিসের, এমন প্রশ্নও আসে অনেক। আমি, আমরাই জার্মান প্রবাসে-বিদেশের মাটিতে এক টুকরো বাংলাদেশ।

মীর জাফরের বংশধর না বলেই এখনো আপনাদের জন্যে কোনোকিছু না চেয়েই দিয়ে যাচ্ছি। আফসোস, আজও আপনাদের মন যোগাযে চলা শিখতে পারলাম না।

পরিচিতি- তানজিয়া ইসলাম বিসাগ গ্রুপের শুরু থেকেই একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে কর্মরত। বিসাগ গ্রুপের এবং জার্মানপ্রবাসে ব্লগেরঅ্যাডমিন ও লেখক। জার্মানিতে আসেন মাস্টার ডিগ্রী অর্জনের জন্যে। বর্তমানে বার্লিনের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে গবেষনা করছেন আর সাথে দেয়ালকোঠা ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন।

আমার পথচলা

কোন কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি, প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী'- কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতার উক্তিটি বলে দেয় নারীর সাফল্যের কথা। বাংলাদেশে এখন পুরুষের পাশাপাশি নারীরা এগিয়ে আছে। ঠিক যেন নজরুলের কবিতার উক্তিটি কে আদর্শ মেনে সামনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে - 'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগতটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে'! আর হ্যাঁ, এই কবিতাটিই হয়তো আমার প্রথম অনুপ্রেরণা এতটা পথ একলা আসার। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, মাদার তেরেসা , বেগম রোকেয়া , হেলেন কেলার , জোয়ান অফ আর্ক থেকে মালালা ইউসুফজাই- এরা সবাই তো সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করে এসেছেন বা আসছেন। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারী দেশ শাসনের কাজও করে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকে, হোক সে রানী লক্ষীবাই কিম্বা এঞ্জেলা মারকেল।

ভাবতে খারাপ লাগে যে, আমাদের দেশে এখনও মেয়েদেরকে রুপ, রঙ, হিজাবি না নামাজী, মেয়ে কি কাপড় পড়ল না পড়ল, এইসব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। বিয়ের বাজারে মেয়ে কতটা সুন্দরী, রঙ ফর্সা না কালো, বেটে না লম্বা, আগে কোন সম্পর্ক ছিলও কি না, বাবার কতটা অর্থ প্রতিপত্তি আছে, এইসব গুন বিবেচনা করা হয়; যেখানে বহিরবিশ্বে নারীর কাজ, ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাগত যোগ্যতাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। আসলে নারীকে ঠিক মেয়েমানুষ না ভেবে একজন পরিপূর্ন মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

আমার এই একলা চলার পথটা খুব মসৃণ ছিল না। এই পর্যন্ত আসার জন্য আমাকেও পেছনে ফেলে আসতে হয়েছে জীবনের বহু মূল্য বহু কিছু। বলি দিতে হয়েছে অনেক আশা আর আকাঙ্ক্ষা। দেশের বাইরে পড়তে আসব- এই স্বপ্নটা খুব ছোট বেলা থেকেই দেখতে দেখতে বড় হওয়া। কিন্তু সাথে এটাও পণ করেছিলাম নিজের যোগ্যতায়, নিজের স্বাধীনতায় আসব, কারো বোঝা হয়ে না। যেহেতু আমার পরিবার পুরান ঢাকার, তাই মেয়েদের খুব বেশি পড়তে দেয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। আর দেশের বাইরে যাওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। বিয়ের পর স্বামীর সাথে যাও! সাধারনত পুরান ঢাকার পরিবারগুলোতে মেয়েদের কলেজে উঠলেই বিয়ের জন্য কাজী আনা শুরু করে। যেন মেয়েমানুষ বোঝা, এবার কুরবানির পশুর মতো পাত্রপক্ষকে দেখিয়ে দাও। যেহেতু লাইনে বড় বোন আছে তাই আমাকে কখনো বলির পাঠা বা গিনিপিগ হতে হয় নি।

আমি যখন স্কুলে পরতাম খুব ইচ্ছা ছিল মেডিকেল পড়বো। আমি খুব ভাল সেবা-শুশ্রুষা করতে পারি বলে আমার মা সবসময় বলতেন, তুই ডাক্তার হতে না পারলেও ভাল নার্স হবি। একারনে নার্সিং পড়ার ইচ্ছাও ছিল কিছু দিন। কলেজে এসে জানতে শুরু করলাম ছেলে বন্ধুরা প্রকৌশলী হতে চায়। এক বন্ধু আমাকে বলেছিল মেয়েমানুষ তো ডাক্তার বা শিক্ষিকাই হবে। ওর ওই কটাক্ষ আমার সারা জীবন মনে থাকবে, আছে। হয়তো ওর ওই কটাক্ষ থেকেই আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি যে, আমিও প্রকৌশলী হব।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

একটা ছেলে প্রকৌশলী হতে পারলে আমি কেন পারব না! আমার ছোট বেলাটা সবার মতো করে খুব সুখী পরিবার দেখে বড় হই নি। বলতে গেলে খুব ভাল ছিল না আমার শৈশব। যখন দেখতাম বান্ধবীরা ছুটি কাটাতে বাবা-মা ভাইবোনসহ পুরো পরিবার নিয়ে ঘুরতে যায়, তখন আমি দেখতাম আমার ঘরে বাবা-মা সংসারের যেকোন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছে। পরে অবশ্য দুজন আলাদা হয়ে যায়। এইসব দেখে তাই বিয়ের শখ বহু আগেই মিটে গেছে।

পরবর্তীতে আমি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর শেষ করি। সত্যি বলতে গেলে আমাদের পরিবারে এর আগে কোন মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া তো দূরের কথা, বিয়ের আগে ইউনিভার্সিটি যাবে এটাও অসম্ভব ব্যাপার ছিল। পুরো পরিবারের ভেতর প্রথম ব্যাচেলর শেষ করতে পারা বা প্রথম মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার ছিল আমার বড় বোন। আর তারপর আমি। অবশ্য এখন অনেক মামাতো-চাচাতো বোনেরা দেশের বাইরে পড়তেও গেছে। আমার বোনের যখন ইউরোপে পড়তে আসার স্কলারশিপ হয়, তখন পরিবারের মুরুব্বিরা অনেকেই বলেছিল দেশের বাইরে মেয়ে মানুষ একলা যাবে কেন? বিয়ে দাও, তারপর যাবে । যাইহোক হয়তো আমাদের সমাজ এখনও মানতে নারাজ যে মেয়েরা এগিয়ে যাবে পুরুষের পাশাপাশি। আমি যখন কলেজে গান করতাম আমার নানী মাকে বলতেন, 'এইসব না শিখিয়ে মেয়েদেরকে ঘর সংসারের কথা চিন্তা করতে বল'। এখন অবশ্য আমার নানীর এই সব ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। একবার কিন্ডারগার্টেনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যখন নাচে প্রথম পুরস্কার পাই, বাবা-মাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল নানীর থেকে।

জীবনের বাকি সব ব্যাপারে আমার বাবা-মায়ের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হলেও আমাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সবসময় দুইজন একমত ছিল। তাদের সহযোগিতা ছাড়া কোনভাবেই এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না। ব্যাচেলর শেষ করে বাংলালিঙ্ক-এ যখন জব করতাম, দুনিয়াটা কে প্রথম অন্যভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আট মাসের কর্পোরেট জীবনে অনেক নারী সহকর্মীদের কাছ থেকে তাদের বহু বাঁধা বিপত্তির কথা শুনেছি চাকরির ক্ষেত্রে। যেহেতু দেশের বাইরে পড়তে আসাটাই আমার লক্ষ্য ছিল তাই আর কর্পোরেট অফিসে কাজ করা খুব একটা পছন্দ হত না আমার। প্রতিদিন সকালে অফিসের পথে ধানমন্ডি থেকে গুলশান দুই-এ যাওয়া আর ফিরে আসা সহ পাক্কা দুই ঘণ্টার জ্যামে বসে রোজ ভাবতাম কবে অবসান হবে এই জীবনের। ততদিনে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম ইউরোপ আসবো পড়তে। আমেরিকা যেতে যতটা মেধাবী হতে হয় সেই পরিমান মেধা আমার নেই, আর কানাডা খুব বেশি ঠান্ডা, ওখানে গিয়ে টিকে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না। আর অনেকটা ব্যয়বহুলও বটে। যেহেতু নিজের বোন আছে ইউরোপে, তাই ভাবলাম, ভালো সিদ্ধান্ত হবে এখানে পড়তে আসা। আর তুলনামূলকভাবে এখানে খরচটাও কম। সৌভাগ্যবশত বার্লিনের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ আসে। সময়মতো ভিসা পেয়ে আজকে আমি বার্লিনের বাসিন্দা। পড়ালেখার পাশাপাশি ইউনিভার্সিটিতে গবেষনা কাজের সাথেও জড়িত। খুব ভাল লাগে ভাবতে যে, ইউনিভার্সিটিতে আমার বিভাগে আমিই একমাত্র বাংলাদেশী মেয়ে যে কিনা এই বিষয়ে পড়ছে । খুব অহম বোধ করি যখন অফিসের সহকর্মীরা সাদা রঙের মানুষদের পাশে বাংলাদেশের মতো রক্ষনশীল

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

একটি দেশ থেকে আসা বেমানান কালো রঙের আমাকে বাহবা দেয়। তখন নিজেকে ঠিক ডানা ছাড়া উড়ন্ত পাখি মনে হয়। যখন আইফেল টাওয়ার এর টপ ফ্লোর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, মনে হয় পৃথিবীটা খুব বিশাল আর এই বিশাল পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়।

রেড সি এর বীচ এর পার ধরে যখন একলা হাটি আর সমুদ্রের নীল ঢেউ যখন আমার পায়ে আছড়ে পরে তখন নিজেকে মারমেইড ভাবতে শুরু করি। সাকসেস এমনি ধরা দেয় না, অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে, বাধা বিপত্তি এড়িয়ে, সোনালী স্বপ্নের পিছনে ছুটে চলতে পারলে, তবেই ধরা দেয়।

আঞ্জুমান আরা বিথী
স্টুডেন্ট রিসার্চ এসিস্টেন্ট
কোয়ালিটি এঞ্জিনিয়ারিং অফ ওপেন ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমস
টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, বার্লিন, জার্মানি

ভেঙে মোর ঘরের চাবি

জার্মানি আসার সিদ্ধান্তটা খুব হুটহাট করেই নেওয়া। পাসপোর্ট বানানো, IELTS দেওয়া, তারপর ভার্সিটিতে আবেদন- সব একনাগাড়েই করা । আমার হুজুগ দেখে আম্মা ভাবলো, "পাগল খেপেছে, দু'দিন পর ঠিক হয়ে যাবে"। কিন্তু যখন অফার লেটার আসার পর এমব্যাসিতে এপয়েন্টমেন্ট নেয়ার সময় আসলো; সে বুঝলো যে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ না, আসলে পুরোটাই সিরিয়াস। তো যাই হোক, বাসায় এই নিয়ে কোনো মেলোড্রামাটিক সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় নাই।

Undoubtedly and from all aspects, my parents remained constantly supportive in this regard for all their children.

বরং আমার মাস্টার্সের প্রতি অনীহার কারণে আমাকে নিয়ে আম্মা বাসায় প্রায়ই ট্রল করতো। বলতো, "বংশে আপাতত কম শিক্ষিত তুই, তোর লেখাপড়ায় এখানেই ইতি"। বাপ-মায়ের কথায় সময়ে কান না দেওয়া হয়তো বাচ্চাদের by deafult একটা বৈশিষ্ট্য, তো আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না।

তো transition from my অনাগ্রহ to আগ্রহ নিয়ে এবার বলা যাক; আমাদের অফিসে এক নার্ড কলিগ ছিলো, তার ডে-ওয়ান থেকে আমরা সব্বাই জানতাম যে, আজ অফার লেটার আসলে, কালকেই সে টাটা-বাইবাই বলে দে-দৌড় দিবে এয়ারপোর্টে। মাসখানেকের চাকরি জীবনে আমরা বাকিরা তাকে তার সিজি, IELTS প্রিপারেশন, এপ্লিকেশন আপডেইট বিবিধ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম এবং নিজেদেরও টুকটাক ইনফো শেয়ার করতাম। অবশেষে সে তাহাকে পাইলো, এবং আমরা আশ্বস্ত হলাম এই পাবলিকের আর আমাদের সহ্য করতে হবে না ।

When things seemed like „Happily ever after" and we all were actually congratulating him and for the sake of saying may be I expressed my will to pursue my Masters one day; then the devil spoke „

আপনার সি.জিতো কম, আমার ধারণায় আপনার মাস্টার্স করাটা ঠিক হবে না"। খুব মন খারাপ হল সেদিন।

How can another person label my worth as per their outlook or narrow down my capabilities without even seeing me perform in that task?

তাই সেখান থেকে এক রকম জেদের বশেই ডিসিশন নিলাম, আমি ইনশাআল্লাহ মাস্টার্স করবো।

Email: Contact.German.Probashe@gmail.com
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/BSAAG/
Facebook page : https://www.facebook.com/GermanProbashe.Official
Website : https://www.germanprobashe.com

Things were never easy, neither living in abroad nor the study. However, now when I look back it's a huge positive shift in me by blessing of ALLAH. No matter wherever I go, Deutschland will remain always close to my heart.

তো আজকের মতো সমাচার এখানেই শেষ হলো। *Bis nächstes mal! On a sidenote;* আমি যখন আমার ভিসা ডিসিশনের অপেক্ষা করছিলাম,

Mother of Troll: তা বাবা, জার্মানি যাবার আগে বিয়েটা করে গেলে হতো না?
আমি: আম্মা, জার্মানি যাইতে ভিসা লাগে, হাসবেন্ড না!

Benzir Bashar Chowdhury
M.Sc Communication Systems & Networks
TH Köln, Currently working as a System Engineer

নোটিশ

"ছবি মেলা"

সৃষ্টির আনন্দে তৃপ্তি আসেনি, এমন কখনো কারো ক্ষেত্রে হয়েছে কিনা বলা কঠিন। আরো বেশি কঠিন, সেই আনন্দ কাছের বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করে স্বস্তি আর সার্থকতা পায়নি, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া। "ছবি তোলা" এই সৃষ্টিশীল প্রতিভার একটা বড় স্বাক্ষর খোদাই করে।

হতে পারে শীতের ভোরে ঘুম থেকে উঠে জানালার ধার ঘেসে কুয়াশাসিক্ত নুইয়ে থাকা শিশির ভেজা পাতাগুলোর আর্দ্র সৌন্দর্য হতে পারে আপনার সৃষ্টি, হতে পারে গ্রীষ্মের দাহ্য গরমে বিস্তৃত নদীতে দূর দিগন্তের খোলা আকাশের ডুব দেয়ার মুহূর্ত হতে পারে আপনার সৃষ্টি, হতে পারে শেষ বিকেলে ব্যস্ত পৃথিবীর ঘরে ফেরার তৃপ্তি আপনার সৃষ্টি, হতে পারে একটা পটভূমিতে ল্যাম্প-পোষ্ট কে কোণায় বন্দি করে বাকি পৃথিবীর অন্ধকারকে নতুন করে সৃষ্টি, হতে পারে আমার স্মরণীয় মুহূর্তের সেই ছবি যেটা কে প্রতি বার নতুন করে আপনারই সৃষ্টি। এরকম আরো অনেক রকম সৃষ্টিশীল বিষয় নিয়েই জার্মান প্রবাসে শুরু করতে যাচ্ছে "ছবি মেলা"। আর, ছবিগুলো হবে আপনাদেরই।

ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা বা তোলা হয়ত স্মার্ট ফোনে, আজই শেয়ার করুন আমাদের সাথে। ছবি জমা দিতে শুধুমাত্র আমাদের ফেইসবুক পেইজে পোষ্ট করলেই হবে। এখান থেকে নির্বাচিত ছবি গুলো যাবে পরের সংখ্যার ম্যাগাজিনে। আপনাদের সুবিধার্থে ছবি জমা দেয়ার কিছু নিয়মাবলী দেয়া হল। চোখ বুলাতে ভুলবেন না।

১) ছবির রেজুলেশন নুন্যতম ২ মেগাপিক্সেল হতে হবে
২) ছবির সাথে অবশ্যই ছবির প্রেক্ষাপট বা বর্ণনা (যেটা ফটোগ্রাফারের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ) থাকতে হবে। (বাংলা বা ইংরেজিতে)
৩) ছবি তোলার জায়গা এবং তারিখ
৪) ফটোগ্রাফার-এর নাম এবং ঠিকানা

ছবির পাঠানোর জন্য বিস্তারিতঃ http://goo.gl/90IVlk

চোখ রাখুন পরবর্তী আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেইজ " জার্মান প্রবাসে"

আর যেকোনো কিছু জানতে german.probashe@gmail.com -এ ইমেইল করতে পারেন।

পরবর্তী সংখ্যার ম্যাগাজিনের থিম: "বৈশাখী আনন্দ"

বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাঙ্গালির সব ছাড়া চলে, কিন্তু যেকোন ছুঁতোয় উৎসব না করে থাকার মত বোকা বাঙ্গালি নয়। আমাদের সব উৎসব সব আনন্দ ধর্মকেন্দ্রিক। গোত্রভুক্ত এসব পালা পার্বণে সব ধর্মের সব মানুষ একত্রে অংশ নিতে পারে না বা নেওয়ার সুযোগ কম। অন্যদিকে সার্বজনীনতা বিবেচনায় বৈশাখ হল বাঙ্গালি একমাত্র উৎসব যেখানে সব ধর্মের সব গোত্রের মানুষ একসাথে আনন্দে মেতে উঠে।

আমরা বিদেশে থাকলেও এই আনন্দ উপভোগের কমতি নেই আমাদেরও। বিদেশে যারা আছি, যে শহরেই আছি, গুটিকয় বাঙ্গালি মিলে সেখানেই আমরা বৈশাখ পালন করে থাকি। জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশে পালিত এই বৈশাখ আয়োজনের কথা আমাদের লিখে জানান, সাথে পাঠান রঙ্গিন সব ছবি। এছাড়াও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট যেকোন মতামত, বিদেশ এসে কালচারাল শক ইত্যাদি নিয়ে লিখতে পারেন আসছে এপ্রিল সংখ্যার ম্যাগাজিনে।

ডেডলাইনঃ ১০ এপ্রিল ২০১৯

লেখা পাঠানঃ German.Probashe@gmail.com
অথবা পেজের ইনবক্সে পাঠানঃ www.facebook.com/pages/জার্মান-প্রবাসে/212610425614429
ছবির পাঠানোর জন্য বিস্তারিতঃ http://goo.gl/90IVlk

লেখার সাথে নাম ঠিকানা পেশা আর একটি ছবি অবশ্যই পাঠাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শুধু জার্মানি বা বাংলাদেশ থেকেই নয়, যেকোন দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাদর আমন্ত্রণ আমাদের ম্যাগাজিনে! তাই আমাদের ম্যাগাজিনে লিখতে হলে আপনাকে বাংলাদেশ বা জার্মানিতেই থাকতে হবে অথবা আমাদের ধরিয়ে দেওয়া টপিকেই লিখবে হবে এমন কোন কথা নেই! যে কেউ যেকোন দেশ থেকে যেকোন টপিকে লেখা পাঠাতে পারেন।

[redacted]

টিম জার্মান প্রবাসে

চিফ এডিটরঃ দেবযানী ঘোষ, উলম

এডিটরঃ জাহিদ কবীর হিমন, বার্লিন

কো-এডিটরঃ ড. রিম সাবরিনা জাহান সরকার, মিউনিখ

চিফ মার্কেটিং অফিসারঃ আনিসুল হক খান, মিউনিখ

চিফ অর্গানাইজিং অফিসারঃ হোসাইন মোহাম্মাদ তালিবুল ইসলাম, মিউনিখ

গ্রাফিক ডিজাইনারঃ শেখ মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন নাঈম, মাগদেবুর্গ

কোওর্ডিনেটরঃ রশিদুল হাসান, উলম

কোওর্ডিনেটরঃ শরিফুল ইসলাম, মাগদেবুর্গ